গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট।
(আইসিটি সেল)
www.sylhetdiv.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৫.৪৬.০০০০.০০৪.৩১.০২৯.১৬- ৯৬৪০ তারিখ: ২৪.১১.২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: সিলেট বিভাগীয় পর্যায়ে জেলা-ব্র্যান্ডিং কর্মশালায় অংশগ্রহণ সংক্রান্ত।

সূত্র: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের স্মারক নম্বর: ০৩.৮০১.০০৮.০০.০০.০০৮.২০১৬-৫০৭৮, তারিখ: ২০.১১.২০১৬ খ্রিস্টাব্দ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জেলার ইতিহাস-ঐতিহ্যকে বিবেচনায় রেখে জেলার সরকারি কর্মচারী, যুবসম্প্রদায় এবং সর্বস্তরের মানুষকে সম্পৃক্ত করে জেলার কোনো বিশেষ পণ্য, পর্যটন, উদ্যোগ বা অন্য কোনো সম্ভাবনাকে দেশে-বিদেশে তুলে ধরাসহ রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জেলা-ব্র্যান্ডিং এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ব্র্যান্ডিং সংক্রান্ত সার্বিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে বিভাগীয় পর্যায়ে দিনব্যাপী একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের উদ্যোগে এবং বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের আয়োজনে কর্মশালাটি আগামী ২৯ নভেম্বর ২০১৬ তারিখ সকাল ৯.০০ টায় আলমপুরস্থ বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের বিভাগীয় পর্যায়ের বহুতল ভবনের (০২ নং ভবন) নীচ তলার সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত কর্মশালায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রামের ব্র্যান্ড বিশেষজ্ঞসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থাকবেন।

উক্ত কর্মশালায় যথাসময়ে উপস্থিত থেকে আপনার মূল্যবান মতামত/পরামর্শ প্রদানের জন্য নির্দেশক্রমে সবিনয় অনুরোধ করা হলো।

২৪.১১.১৬
(মোঃ শাহাদাত হোসেন)
সহকারী কমিশনার (আইসিটি)
মোবাইল: ০১৮১৯ ৪৪৪৯৪০
ফ্যাক্স: ০৮২১-৮৪০০২০
ই-মেইল: divcomsylhet@gmail.com

বিতরণ:
কার্যার্থে: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

০১। জনাব মৃণাল কান্তি দেব, অতিরিক্ত কমিশনার (রাজস্ব), সিলেট বিভাগ, সিলেট।
০২। জনাব মোঃ আজম খান, অতিরিক্ত কমিশনার (সার্বিক), সিলেট বিভাগ, সিলেট।
০৩। জনাব মোঃ মতিউর রহমান, পরিচালক, স্থানীয় সরকার, সিলেট বিভাগ, সিলেট।
০৪। জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন, জেলা প্রশাসক, সিলেট।
০৫। জনাব শেখ রফিকুল ইসলাম, জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ।
০৬। জনাব সাবিনা আলম, জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ।
০৭। জনাব মোঃ তোফায়েল ইসলাম, জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজার
(তাঁর জেলার অংশগ্রহণকারীগণের উপস্থিতি নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ।)
০৮। জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম চৌধুরী, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), সিলেট।
০৯। জনাব কামরুজ্জামান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), সুনামগঞ্জ।
১০। জনাব মোঃ সফিউল আলম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), হবিগঞ্জ।
১১। জনাব মোহাম্মদ মাসুকুর রহমান সিকদার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), মৌলভীবাজার।
১২। জনাব আফতাব চৌধুরী, বিশিস্ট সাংবাদিক ও কলামিস্ট, সিলেট (সুধী সমাজ প্রতিনিধি)।
১৩। জনাব জামিল চৌধুরী, নির্বাহী পরিচালক, গ্রামীণ জনকল্যাণ সংসদ, জনকল্যান ভবন, সিলেট (সুধী সমাজ প্রতিনিধি)।
১৪। জনাব নরুর রব চৌধুরী, সভাপতি, সচেতন নাগরিক কমিটি ও দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি, সুনামগঞ্জ (সুধী সমাজ প্রতিনিধি)।
১৫। জনাব মোঃ সাজ্জাদুর রহমান পলিন, ওয়েব প্রোগ্রামার, ইনস্পায়ার সফট বিডি, সুনামগঞ্জ (সুধী সমাজ প্রতিনিধি)।
১৬। জনাব শহীদ উদ্দিন চৌধুরী, প্রাক্তন পৌর চেয়ারম্যান, হবিগঞ্জ পৌরসভা, হবিগঞ্জ (সুধী সমাজ প্রতিনিধি)।
১৭। এডভোকেট নিলাদ্রী শেখর টিটু, সভাপতি, পৌর আওয়ামীলীগ, হবিগঞ্জ (সুধী সমাজ প্রতিনিধি)।
১৮। জনাব নেছার আহমদ, সাধারণ সম্পাদক, জেলা আওয়ামীলীগ, মৌলভীবাজার (সুধী সমাজ প্রতিনিধি)।

অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

১৯। জনাব হোসনে আরা ওয়াহিদ, সাবেক সংসদ সদস্য, মৌলভীবাজার (সুধী সমাজ প্রতিনিধি)।
২০। অধ্যাপক ড. আবুল ফতেহ, অধ্যক্ষ, মদন মোহন কলেজ, সিলেট (শিক্ষাবিদ প্রতিনিধি)।
২১। প্রফেসর পরিমল কান্তি দে, অধ্যক্ষ (অবঃ), সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজ (শিক্ষাবিদ প্রতিনিধি)।
২২। জনাব মোঃ রফিক আলী, অধ্যক্ষ, গাজীপুর স্কুল এন্ড কলেজ, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ (শিক্ষাবিদ প্রতিনিধি)।
২৩। প্রকৌঃ কাজী মেজবাহউল ইসলাম, অধ্যক্ষ, টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, মৌলভীজার (শিক্ষাবিদ প্রতিনিধি)।
২৪। জনাব সালাহ উদ্দিন আলী আহমদ, সভাপতি, চেম্বার অব কমার্স এ ইন্ডাস্ট্রিজ, সিলেট (চেম্বার প্রতিনিধি)।
২৫। জনাব সজীব রঞ্জন দাস, সহ-সভাপতি, সুনামগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স, সুনামগঞ্জ (চেম্বার প্রতিনিধি)।
২৬। জনাব মোতাচ্ছিরুল ইসলাম, প্রেসিডেন্ট, চেম্বার অব কমার্স, হবিগঞ্জ (চেম্বার প্রতিনিধি)।
২৭। জনাব মুহিমদ দে, পরিচালক, দি মৌলভীবাজার চেম্বার এন্ড কমার্স ইন্ডাষ্ট্রিজ, মৌলভীবাজার (চেম্বার প্রতিনিধি)।
২৮। জনাব ইকরামুল কবির, সভাপতি, প্রেস ক্লাব, সিলেট (মিডিয়া প্রতিনিধি)।
২৯। জনাব আইনুল ইসলাম বাবুল, প্রতিনিধি, বাংলাদেশ টেলিভিশন (মিডিয়া প্রতিনিধি)।
৩০। জনাব মোঃ আলমগীর খান, জেলা সংবাদ প্রতিনিধি, বিটিভি (মিডিয়া প্রতিনিধি)।
৩১। জনাব হাসনাত কামাল, প্রতিনিধি, বিটিভি (মিডিয়া প্রতিনিধি)।
৩২। আলহাজ্ব মোঃ আব্দাল মিয়া, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, বালাগঞ্জ, সিলেট (জনপ্রতিনিধি)।
৩৩। জনাব মোঃ আকমল হোসেন, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ (জনপ্রতিনিধি)।
৩৪। জনাব মোঃ আব্দুল হাই, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, বাহুবল, হবিগঞ্জ (জনপ্রতিনিধি)।
৩৫। জনাব মোঃ ফজলুর রহমান, মেয়র, মৌলভীবাজার পৌরসভা, মৌলভীবাজার (জনপ্রতিনিধি)।

অনুলিপি: অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য-

০১। মহাপরিচালক (প্রশাসন) ও প্রকল্প পরিচালক, এটুআই, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
০২। প্রশাসনিক কর্মকর্তা, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট।
০৩। নাজির, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট (বিভাগীয় বহুতল ভবনের ২নং ভবনের নিচতলার সম্মেলন কক্ষ প্রস্তুতসহ আপ্যায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)।
০৪। পিএ টু বিভাগীয় কমিশনার (বিভাগীয় কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

জেলা-ব্র্যান্ডিং কর্মশালা
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট
তারিখঃ ২৯ নভেম্বর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ
কর্মসূচি

সময়	কার্যক্রম
৯:৩০- ১০:০০	সূচনা অনুষ্ঠান
১০:০০-১০:১৫	জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের প্রাথমিক ধারণা
১০:১৫–১০:২০	ব্র্যান্ডিং-সংক্রান্ত ভিডিও প্রদর্শনী
১০:২০–১০:৪০	চা বিরতি
১০:৪০–১০:৫০	কর্মশালার কার্যপ্রণালি উপস্থাপন
১০:৫০-১২:৩০	আত্ম-অনুসন্ধান (জেলা-ভিত্তিক)
১২:৩০–১:৩০	জেলা-ভিত্তিক উপস্থাপনা
১:৩০-২:৩০	দুপুরের খাবারের বিরতি
২:৩০–৩:০০	ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা
৩:০০-৩:১৫	সমাপনী

জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের ধারণা

জেলা-ব্র্যান্ডিং কী?

বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জেলার কোনো না কোনো বিশেষত্ব রয়েছে। কোনো জেলা পর্যটনের জন্য, কোনো জেলা কোনো পণ্যের জন্য, আবার অন্য কোনো জেলা হয়তো কোনো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্য বিখ্যাত। কাজেই একটি জেলার ইতিহাস-ঐতিহ্যকে বিবেচনায় রেখে জেলার সর্বস্তরের মানুষকে সম্পৃক্ত করে তার স্বাতন্ত্র্যকে বিকশিত করার লক্ষ্যে গৃহীত সার্বিক কর্ম-পরিকল্পনা এবং তা বাস্তবায়নের যে কর্মযজ্ঞ--তাই মূলত জেলা-ব্র্যান্ডিং। একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের লক্ষ্যে কিছু মূল্যবোধ চর্চার মাধ্যমে একটি জেলার নাগরিক সেবাসহ সার্বিক কল্যাণসাধন জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য।

জেলা-ব্র্যান্ডিং কেন?

একটি জেলার চলমান উদ্যোগ এবং সম্ভাবনাসমূহকে বিকশিত করার মাধ্যমে জেলার সার্বিক উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। ব্র্যান্ডিং-প্রতিটি জেলাকে একটি সুনির্দিষ্ট রূপকল্প দেবে-যা গৃহীত কর্মপরিকল্পনার সুসংগঠিত বাস্তবায়নের মাধ্যমে সেই জেলাকে একটি গন্তব্যে পৌঁছোতে সাহায্য করবে। একটি জেলার সর্বস্তরের মানুষের আশা-আকাঙ্খা, ঐতিহ্য, গৌরবকে দেশে-বিদেশে ভাস্বর করে তোলার লক্ষ্যে সকলের একাত্ম হয়ে কাজ করার জন্য জেলা-ব্র্যান্ডিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের কাজটি কীভাবে করা যায়?

এ বিষয়ে একটি সার্বিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের ধারণাটি যদি জেলার কর্মকান্ডে স্বতন্ত্র কোনো বৈশিষ্ট্য যোগ করতে না পারে তাহলে এটি দৃষ্টান্ত হিসেবে অনুসৃত হবেনা, প্রেরণাদায়ী হবেনা।

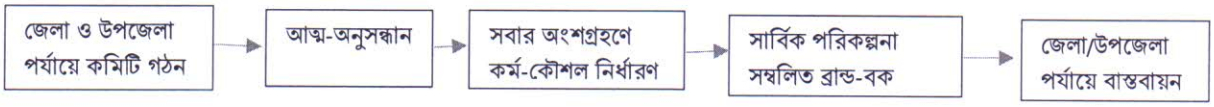

জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ে কী কী বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে?

প্রাথমিকভাবে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের কথা ভাবা যায়ঃ

- জেলার উল্লেখযোগ্য পণ্য (যেমনঃ চাঁদপুরের ইলিশ, সিলেটের শীতলপাটি, টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ি);
- ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে জেলার বর্তমান সুবিধা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা;
- জেলার অধিবাসীদের বিশেষ দক্ষতা (যেমন: ভাসমান সবজি চাষ/ হস্তশিল্প/ কুটির শিল্প ইত্যাদি);
- জেলার উল্লেখযোগ্য পর্যটক-আকর্ষণসমূহ এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা;
- জন-কল্যাণের জন্য গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ (যেমন: মাদকমুক্তকরণ, বাল্যবিবাহমুক্তকরণ ইত্যাদি);
- জেলার বিশেষ সাংস্কৃতিক,নৃতাত্ত্বিক,লোকজ ঐতিহ্য (উৎসব,মেলা,নাচ,গান ইত্যাদি);
- জেলার প্রসিদ্ধ খাবারসমূহ (যেমন: কুমিল্লার রসমালাই, নাটোরের কাঁচাগোল্লা ইত্যাদি);
- জেলার উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবন (যেমনঃ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, কৃষি, শিক্ষা, নাগরিক সেবা ইত্যাদি ক্ষেত্রে);